জি এস টি আইন চালুর ১০০ দিন অতিক্রান্ত

ধোঁয়াশা বাড়ছে বৈ কমছে না

জয়ন্ত দেবনাথ

২০১৭ সালের ১ লা জুলাই থেকে দেশজুড়ে পণ্য ও পরিষেবা কর (জি এস টি) চালু হয়েছে। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গত ৭০ বছরে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় কর সংস্কার। ২০০০ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ী-র প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তকে চেয়ারম্যান করে এজন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। এর দীর্ঘ ১৭ বছর পর ২০১৬ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ১০১ তম সংবিধান সংশোধন ও ১৫ই সেপ্টেম্বর জিএসটি কাউন্সিল-এর বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পণ্য পরিষেবা কর (জিএসটি) আইন প্রনয়নের পথ সুগম হয়েছে এবং ৩০ শে জুন ২০১৭ সংসদের সেন্ট্রাল হলে এক বিশেষ অধিবেশনের মাধ্যমে পরের দিন অর্থ্যাৎ ২০১৭ সালের ১ লা জুলাই থেকে দেশজুড়ে জিএসটি লাগু করা হয়েছে। বলা হচ্ছে এর ফলে দেশের আর্থিক প্রবৃদ্দির পথ আরও সুগম হবে ও কর প্রদান নিয়ে দুর্নীতি বন্ধ হবে এবং কর প্রদান প্রণালী আরও সহজ সরল হবে। এর যাবতীয় কর্মপদ্ধতি, প্রচলন ও প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি জিএসটি কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার গুলিকে জিএসটি বিষয়ে যাবতীয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে জিএসটি কাউন্সিলের অনুমতি সাপেক্ষে। গত ৮ই অক্টোবর জি এস টি আইন চালুর ১০০ তম দিনটি অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু আইনটি চালুর ১০০ দিন পরও যাদের জন্য এই আইন, যে কারনে এই আইন চালু হলো তা নিয়ে ধোঁয়াশা বাড়ছে বৈ কমছে না।

নতুন এই কর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কেন্দ্র এবং রাজ্যের পরোক্ষ কর বিভাগের সরকারি কর্মচারী, অফিসার আমলাদের ধারণা বা প্রশিক্ষণ দিতে সরকার প্রথম থেকেই বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহন করেছে। বেসরকারী স্তরেও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা করদাতাদের এই বিষয়ে ধারণা বা প্রশিক্ষণ দিতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। কিন্তু কথা উঠেছে চাহিদা এবং প্রয়োজনের তুলনায় বেসরকারী স্তরে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দোকানীদের জন্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী যা নেওয়া হয়েছে তা অপ্রতুল। যাদেরকে এই আইন বিষয়ে সবচেয়ে বেশী করে শিক্ষিত এবং সচেতন করা প্রয়োজন ছিল সেইসব ব্যবসায়ী, পরিষেবা প্রদানকারী করদাতাদের প্রশিক্ষিত

এবং সচেতন করে তোলতে এরাজ্যেও এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত তেমন কোন সরকারী উদ্যোগ নেই। তাই সাধারণ করদাতা এবং ব্যবসায়ী মহলকে জিএসটি প্রকরণ বিষয়ে বিস্তৃত জানানোর কাজটি এই মুহূর্তে অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ন হয়ে পড়েছে।

এমনিতেই কর ব্যবস্থাপনা একটি জটিল বিষয়। তার মধ্যে নতুন আইনে হিসাব রক্ষণ থেকে শুরু করে কর প্রদান সবকিছুই হয়ে গিয়েছে তথ্য প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট নির্ভর। তার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিটি সার্কুলার কিংবা সংশ্লিষ্ট সরকারী নোটিফিকেশন ইংরেজীতে এবং হিন্দীতে তৈরী এবং প্রচারিত হচ্ছে। তাই বাংলাবাসী প্রদেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কিংবা করদাতাদের গোটা বিষয়টি বুঝতে খানিকটা অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। এ রাজ্যের অধিকাংশ করদাতা-ই বাংলাভাষী। তাই এদের সুবিধার্থে পণ্য পরিষেবা আইন (GST Law) এবং এসংক্রান্ত খুটিনাটি বিষয়ে বাংলা ভাষায় একটি সম্যক ধারণা দিতে রাজ্য সরকারকে অতিদ্রুত একটা বিশেষ উদ্যোগ গ্রহন করা উচিত।

কেননা, রাজ্য সরকারের কর বিভাগও এখন পর্যন্ত জি এস টি বিষয়ে যতগুলি নোটিফিকেশন জারি করেছেন তা সবই ইংরেজী ভাষায়। এছাড়াও ট্রেনিং ইত্যাদি যা যা করেছেন তাও মূলতঃ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ।হাতে গুনা কিছু স্থানে কিছু প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে ব্যবসায়ী করদাতাদের জন্যে। সাধারণ ব্যবসায়ী কিংবা করদাতাদের জন্য জেলা ও মহকুমা গুলিতে আরও বেশী করে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা দরকার। বিশেষ ক্যাটাগরীর রাজ্য হওয়া সত্বেও এ রাজ্যের ক্ষেত্রে জিএসটি রেজিস্ট্রেশনের উর্ধসীমা করা হয়েছে দশ লক্ষ টাকা। অর্থ্যাৎ যেসব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কিংবা স্ট্রীট ভেন্ডরের বার্ষিক আয় ১০ লক্ষ টাকা নয়া নিয়মে তাদেরও জিএসটি রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, এবং রিটার্ন দাখিল করতে হবে।এই হিসাবে ইতিপূর্বে যেসব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সার্ভিস ট্যাক্স রেজিস্ট্রেশন না করেও পরিষেবা প্রদান করতে পারতেন, নয়া কর ব্যবস্থায় তাদেরও জি এস টি রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক।

এক্ষণে নয়া নিয়মে ছোট বড় মুদি দোকানী যাদের দৈনিক ২৭৩৯ টাকার মতো বিক্রি আছে তাদেরকেও জি এস টি রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। এই হিসাবে রাজ্যের শহরাঞ্চলীয় অধিকাংশ স্ট্রীট ভেন্ডরকেই জিএসটি রেজিস্ট্রেশন গ্রহন করতে হবে। একইভাবে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় চলে আসবেন ছোট ছোট টং দোকান ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানকারী ছোট ছোট ব্যবসায়ী বা সার্ভিস প্রোভাইডাররাও। যদি সত্যি সত্যিই রাজ্যের ছোট বড় সব ব্যবসায়ী কিংবা সার্ভিস প্রোভাইডাররা জিএসটি রেজিস্ট্রেশন গ্রহন করেন তাহলে কম করেও এরাজ্যের ১৫ থেকে ২০ হাজার ব্যবসায়ী জিএসটি নেট -এর আওতায় আসতে পারেন। এপর্যন্ত রাজ্যের কতজন ব্যবসায়ী কিংবা সার্ভিস প্রোভাইডার জিএসটি রেজিস্ট্রেশন করেছেন তার প্রকৃত তথ্য এখনও প্রকাশ পায়নি।সংশ্লিষ্ট কর বিভাগের বিশেষজ্ঞ অফিসারদের মতে, সার্ভিস ট্যাক্স ও ভেট রেজিস্ট্রেশন যাদের ছিল তাদের অধিকাংশই নয়া নিয়মে জিএসটি রেজিস্ট্রেশন করে নিয়েছেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে নয়া আইনে কর প্রদান বা রিটার্ন দাখিল ইত্যাদি সবকিছুই ইন্টারনেট নির্ভর হওয়ায় রাজ্যের মফঃস্বল এলাকার ব্যবসায়ী করদাতারা পড়েছেন মহা সমস্যায়। কেননা বহু জায়গায় এখনও ইন্টারনেট পরিষেবা পৌছায়নি। আবার কিছু কিছু জায়গায় ইন্টারনেট পরিষেবা পৌছুলেও তা প্রচণ্ড অনিয়মিত। তা জিএসটি'র মতো কর

প্রণালীকে অনলাইনে সবসময় সময় মতো আপডেট রাখা তাদের পক্ষে কতটা সম্ভব এনিয়েই এ অংশের ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে বেশী চিন্তিত। কেননা, মফঃস্বলের বহু জায়গাতে ট্যাক্স কনসালটেন্ট-এরও বড়ই অভাব। জিএসটি আইনে জিএসটি প্র্যাক্টিশনার নামে কিছু ট্যাক্স কনসালটেন্টকে বিশেষ প্রশিক্ষনের কথা বলা আছে। এজন্য আইন পেশায় যুক্ত বেকার ছেলেমেয়ে কিংবা কমার্স বা বানিজ্য বিভাগের স্নাতক বেকারদের বিশেষ প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এখনও জিএসটি প্র্যাক্টিশনারদের প্রশিক্ষনে কার্যকরী কোন ব্যবস্থা এরাজ্যে চালু হয়নি। যেসব চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কিংবা সি এ-ফার্ম গুলি এক্ষেত্রে ব্যবসায়ী কিংবা করদাতাদের একাজে সাহায্য বা গাইড করছেন এরাজ্যে তাদের সংখ্যাটাও খুবই কম।। তাই জিএসটি রিটার্ন দাখিল শুরুর দিন থেকে রাজ্যের প্রতিটি সি এ ফার্ম-এ প্রচণ্ড ভীড় লেগে রয়েছে।

তাছাড়া জিএসটি-র রিটার্ন দাখিলের আগে করদাতা ব্যবসায়ীদের নিজস্ব অ্যাকাউন্টস ম্যানেজমেন্ট কিংবা হিসাব নিকাশ রাখার জন্য যে কম্পিউটার প্রণালীকে রপ্ত করতে হবে এব্যাপারেও বিশেষজ্ঞ লোকজনের প্রচণ্ড অভাব রয়েছে এরাজ্যে। উদ্ভুত অবস্থার প্রেক্ষিতে হঠাৎ করে চালু জিএসটি নিয়ে একটা মহা সমস্যায় পড়ে গেছেন রাজ্যের করদাতা ও ব্যবসায়ী মহল। তাঁর উপর সরকারী দপ্তর গুলির ক্ষেত্রেও এনিয়ে প্রস্তুতির অভাব এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধীরলয়ে কাজকর্মের কারণে বহুক্ষেত্রেই বিল, পেমেন্ট ইত্যাদি মিয়ে মহা সমস্যায় রয়েছেন ঠিকাদার ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা গুলি। গত জুলাই মাসের পর থেকে রাজ্যে সরকারী স্তরে বহু দপ্তর ঠিকাদার ব্যবসায়ী কিংবা পরিষেবা প্রদানকারী বেসরকারী সংস্থার পেমেন্ট করতে পারছেন না সঠিক ও সুস্পস্ট জি এস টি সম্পর্কীত সরকারী নীতি নির্দেশিকার অভাবে। বিশেষত, পুরানো যেসব এগ্রিমেন্ট কিংবা চুক্তির ভিত্তিতে কাজকর্ম চলছে নয়া নিয়মে বহুস্থানে কর কাঠামোর পরিবর্তনে নয়া বিল প্রদান বন্ধ হয়ে রয়েছে। তার উপর ক'দিন বাদে বাদে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে কর কাঠামো ও তাঁর বিধান ইত্যাদি বিষয়ে আইনে সংশোধন, পুনঃসংশোধন ইত্যাদির কারনে বহুক্ষেত্রেই সমস্যা হচ্ছে। যতদূর জানা গেছে, গত তিনমাসে কেন্দ্রীয় স্তরে অন্তত ২২ খানা সংশোধনী আনা হয়েছে। আর রাজ্য স্তরে জি এস টি সম্পর্কে কম করেও ৮৪ টি নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে এবং কম করেও সাত খানা সংশোধনী আনা হয়েছে এবং এত ঘন ঘন এসব সংশোধনী গুলি আনা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জি এস টি বিশেষজ্ঞরাও এতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

রাজ্য সরকারের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য সমূহ

জি এস টি চালুর পর থেকে এনিয়ে দেশ জুড়ে বেশ কিছু বিষয়ে এখনো ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। ক'দিন বাদে বাদে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে মূল জি এস টি রুলসে পরিবর্তন বা সংশোধনী আনা হচ্ছে। জারি হচ্ছে নতুন নতুন বিজ্ঞপ্তি। বহু ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দিয়ে তাদের দায়িত্ব খালাস করছে। এ ক্ষেত্রে রাজ্য স্তরে যে সব বিজ্ঞাপ্তি জারি হচ্ছে তা পত্র পত্রিকায়ও আসছেনা। শুধু কর দপ্তরের ওয়েবসাইটেই ইংরেজীতে জারি করা এসব বিজ্ঞপ্তি গুলি সীমাবদ্ধ থাকছে।

তাই রাজ্যের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, করদাতা এবং জি এস টি পরিষেবা প্রদানকারী কনসালটেন্ট ফার্ম গুলির তরফে দাবি উঠেছে, -

একঃ রাজ্য কর দপ্তর জি এস টি বিষয়ে তথ্য জানার জন্যে যে কল সেন্টারটি চালু করেছেন এ সম্পর্কে জন বিজ্ঞপ্তি জারি করে সর্বক্ষণের জন্যে এটিকে চালু রাখতে হবে।

দুইঃ গ্রাম শহর সর্বত্র ব্যবসায়ীদের জন্যে আরো বেশি করে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

তিনঃ জি এস টি সম্পর্কিত বিভিন্ন সার্কুলার নোটিফিকেশন এবং রাজ্য জি এস টি রুলস সম্পর্কিত যত গুলি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি বাংলায় অনুবাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

চারঃ জি এস টি প্র্যাক্টিশনারদের প্রশিক্ষণ রাজ্য স্তরে করতে হবে এবং অতি দ্রুত তা চালু করতে হবে। বানিজ্য বিভাগের বেকার স্নাতকদের এজন্যে বিশেষ ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

পাঁচঃ যেসব ব্যবসায়ী বা করদাতার নিজস্ব কম্পিউটার বা ইন্টারনেট ব্যবস্থা নেই এ অংশের ব্যবসায়ীদের জন্যে জি এস টি রিটার্ন দাখিলের জন্যে সরকারী স্তরে একটি 'ফেসিলিটেশন সেন্টার'-এর ব্যবস্থা করা দরকার।যাতে কোন ব্যবসায়ী যদি মনে করেন তিনি সরকারী অফিসে গিয়ে রিটার্ন দাখিল করবেন তাকে বিনামূল্যে এই জি এস টি রিটার্ন দাখিলের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

ছয়ঃ দেখা যায় প্রায়শই জি এস টি আইন ও রুলসে সংশোধন ও পুনঃ সংশোধন করা হচ্ছে।গত ক'মাস ধরে তা অতি দ্রুত করা হচ্ছে । ব্যবসায়ী ও করদাতারা মনে করেন এসব সংশোধনগুলি নিয়ে সময় সময় ওয়ার্কশপ বা প্রশিক্ষণ শিবির করা দরকার।সর্বোপরি জি এস টি কল সেন্টারকে সর্বক্ষণের জন্যে চালু রেখে এমন সব জি এস টি বিশেষজ্ঞদের সেখানে বসানো হোক যাতে করে যখনই ব্যবসায়ীরা কল সেন্টারে ফোন করবেন তারা যেন সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেয়ে যান।

সাতঃ একটি ভ্রাম্যমান জি এস টি টিম তৈরি করা যাতে ব্যবসায়ীরা কল সেন্টারে ফোন করলে সেই কর্মীদল সেই করদাতা ব্যবসায়ী কিংবা সার্ভিস প্রোভাইডারের অফিসে বা দোকানে গিয়ে হাতে কলমে তাদের জি এস টি রিটার্ন দাখিলে সাহায্য করেন।প্রথম দিকে দপ্তর বিনামূল্যে এই পরিষেবাটি চালু করতে পারেন।পরবর্তী পর্যায়ে ফিস নেওয়া যেতে পারে।এর ফলে ছোট ছোট ব্যবসায়ী করদাতাদের করপ্রদান প্রক্রিয়াটি যেমন সহজ হবে পাশাপাশি ইন্টারনেটে ওয়েবসাইটে গিয়ে জি এস টির বিভিন্ন ফর্ম পূরণ ওয়েবে আপলোড ইত্যাদি বিষয়ে যে ধোঁয়াশা কিংবা ব্যবসায়ীদের মনে ভয় জন্মেছে তাও অনেকাংশেই লাঘব হবে।আখেরে এতে সরকারেরই লাভ হবে।বেশী সংখ্যক ব্যবসায়ী করদাতা জি এস টি রেজিস্ট্রেশন করবেন।আর যত বেশী লোক কর প্রদানে এগিয়ে আসবেন তত বেশী পরিমানে রাজ্য কোষাগারে টাকা আসবে।তাই উপরে উল্লেখিত সমস্যাগুলি সমাধানে রাজ্য সরকারকে দ্রুত উদ্যেগ গ্রহন করা উচিৎ বলে রাজ্যের ছোট বড় ব্যবসায়ী করদাতা এবং কর প্রদানে ব্যবসায়ীদের সাহায্য প্রদানকারী জি এস টি কনসালটেন্টরাও মনে করেন।

GST Return/Filling কিভাবে?

জি এস টি ফর্ম-১

পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহের বিবরন দাখিল করতে জি এস টি ফরম-১ পূরণ করতে হবে এবং GSTN- এ আপলোড করতে হবে।GSTR-1 জুলাই মাসের রিটার্ন জমা দেওয়ার শেষ দিন অক্টোবর-৩,২০১৭।

জি এস টি ফর্ম-২

পণ্য পরিষেবা প্রাপ্তির বিস্তৃত বিবরণ দাখিল করতে GSTR-2 ফর্ম পুরন করে GSTN-এর মাধ্যমে ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে।জুলাই মাস-এর এসংক্রান্ত তথ্য আপলোড করতে হবে-৩১ শে অক্টোবর-২০১৭ সালের মধ্যে।

জি এস টি ফর্ম-৩

মাসিক রিটার্ন দাখিল করতে GSTR-3 ফর্ম পূরণ করতে হবে। GSTN- এ জুলাই মাসের জি এস টি ফরম-৩ রিটার্ন দাখিল করতে হবে-১০ নভেম্বরের আগে।

জি এস টি আর-৩ বি

জি এস টি আর-৩বি ফর্ম মুলত চালান তৈরি করা ও অনলাইন জি এস টি পেমেন্ট প্রদান সংক্রান্ত। আগস্ট মাসের GSTR-3B পূরণ এর শেষ তারিখ সেপ্টেম্বর ২০,২০১৭ । সেপ্টেম্বর পরবর্ত্তী মাস গুলোর জন্য জি এস টি আর -৩বি পরের মাসের ১০ তারিখের মধ্যে দাখিল বা আপলোড করতে হবে।

যেসব ব্যবসায়ীর টার্নওভার দেড় কোটির নীচে তাদের প্রতি তিন মাস অন্তর একবার দাখিল করতে হবে। এর যাদের দেড় কোটি টাকার বেশী টার্নওভার তাদের প্রতি মাসে রিটার্ন দাখিল সহ জিএসটি ফর্ম-এক,দুই, তিন এবং ৩ (থ্রি)-বি, পূরণ করে আপলোড করতে হবে।

ত্রিপুরায় যেসব ব্যবসায়ীর বার্ষিক টার্নওভার দশ লাখের কম তাদের কোনরকম জিএসটি রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না।